মেহেরপুরে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক কর্মশালা

মেহেরপুরে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের আয়োজনে সমাজের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকালের দিকে ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের জীবন মেলা হেলথ সেন্টার (চাঁদবিল) হলরুমে এ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।

ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের প্রশাসক শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন, গাংনী অফিসের ব্যবস্থাপক শামীম আহম্মেদ, প্রশিক্ষক টিপু সুলতান ও সোনিয়া সুলতানা।

ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কর্মসূচী, উদ্দ্যেশ্য ও লক্ষ তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন কর্মশালার সভাপতি শফিকুল ইসলাম।

এছাড়া ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন কার্যক্রমের ভিডিও চিত্র(স্লাইড শো) প্রজেক্টরের মাধ্যমে প্রদর্শন করেন প্রশিক্ষক টিপু সুলতান।

উল্লেখ্য ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশন, বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ সার্জন দ্বারা ঠোঁট কাটা, তালু কাটা, প্রলাপ্স সার্জারী (মহিলাদের জরায়ু নেমে আসা) বিনামূল্যে করেন থাকে। এছাড়া অত্যন্ত স্বল্প মূল্যে বিশেষজ্ঞ সার্জ দিয়ে চোখ, নাক, কান, গলা মুগুর পাসহ জটিল রোগের অপারেশন স্বল্প মূল্যে করে এলাকার মানুষের কাছে ভরসার যায়গা করে নিয়েছে। এছাড়া শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কৃত্তিম হাত পা ও সহায়ক সামগ্রী স্বল্প মূল্যে দিয়ে থাকে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির নার্স ইন্সটিটিউট থেকে পড়া লেখা শেষ করে দেশের অনেক বড় বড় বেসরকারি মেডিকেল কলেজ ও সরকারিভাবেও কর্মসংস্থানের সুযোগ পেয়েছেন।

তারা বলেন, এই সংস্থার জীবন তরি ভাসমান হাসপাতাল এখন শুধু দেশেই নয় বিদেশেও প্রশংসা কুড়িয়েছে। চিকিৎসা সেবা সাধারণ মানুষের দোর গৌড়ায় পৌছাতে বাসে করে প্রত্যন্তাঞ্চলে যাচ্ছে। সেখানে ডাক্তার

ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিও নিয়ে যাওয়া হয়। তারা ইম্প্যাক্ট ফাউন্ডেশনের এই কার্যক্রমকে সকলের সামনে তুলে ধরতে সাংবাদিকদের সহযোগীতা কামনা করেন।

কর্মশালায় গাংনী প্রেসক্লাব ও গাংনী উপজেলা প্রেসক্লাবের সাংবাদিকরা অংশ নেন।

কোটচাঁদপুর পৌর কলেজে বিজ্ঞান বিভাগে একাডেমিক স্বীকৃতি অনিশ্চিয়তা

কাম্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তিও শর্ত পূরনে ব্যর্থ হওয়ায় এবারও ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে এেকিাডমিক স্বীকৃতি এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছে। দীর্ঘ প্রায় একযুগ থেকে এ অবস্থা বিরাজ করছে বলে জানা গেছে।

এ নিয়ে এরই মেধ্য শিক্ষার্বোড কর্র্তৃক কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায় কেন তাদের একাডেমিক স্বীকৃতি বাতিল করা হবে না ব্যখ্যা চেয়েছে। ফলে এক দিকে এ বিভাগের শিক্ষক-কর্মচারিরা হতাশার মধ্যে পড়লেও অন্যদিকে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদোন্নতির প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। প্রতিবছর সরকারের কোটি টাকা পানিতে ডুবিয়েও তারা বেপরোয়া।

অনুসন্ধানে জানা যায়, এ কলেজটিতে বিজ্ঞান শাখায় বিগত ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়েছে ৬জন, ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে ৪ জন, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে ১ জন, ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ২ জন, ২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষে ০ জন,ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হয়। এমতাস্থায় গত দু’বছর আগেও যশোর শিক্ষাবোর্ড কলেজটিকে একাডেমিক স্বীকৃতির চিঠিতে সর্তক করে বলেছে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কাম্যসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে না পারলে আগামী শিক্ষাবর্ষে একাডেমিক স্বীকৃতির মেয়াদ নবায়ন করা হবে না।

সুত্র জানায়, এর আগে ২০১৬ সালে প্রদত্ত একাডেমিক স্বীকৃতি পত্রের নির্দেশনা অনুযায়ি শর্ত পুরন করতে না পারায় একই ভাবে কৈফিয়তের মুখে পড়ে কলেজটি। শেষ পযর্ন্ত নাকি অনৈতিক ভাবে টাকা দিয়ে নবায়ন করতে হয়েছে। সর্বশেষ ২০১৯ সালে ৩ বছরের জন্য অর্থ্যাৎ ২০২১-২২ ইং শিক্ষাবর্ষ পযর্ন্ত প্রদত্ত বিজ্ঞান শাখার একাডেমিক স্বীকৃতি পত্রে স্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে আগামী শিক্ষাবর্ষ হতে অর্থ্যাৎ ২০২০-২১ শিক্ষা বর্ষের পর বিজ্ঞান শাখায় কাম্য সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করতে না পারলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে।

ইতোমধ্য কিছু কলেজে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে ব্যর্থ হওয়ায় শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক স্বীকৃতি পত্রে নির্দেশনা অনুযায়ি তাদের একাডেমিক স্বীকৃতি স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কথা। তবে বাস্তবতায় শিক্ষাবোর্ড কি করে তা জানার বিষয়। এরই মধ্যে মেয়াদ শেষ হওয়ায় আবার একাডেমিক স্বীকৃতি গ্রহনের জন্য দৌড় ঝাপ চালিয়ে যচ্ছেন কোটচাঁদপুর পৌর কলেজ অধ্যক্ষ। কিন্তু তা কি অন্য বারের মতো শুধু গতানুগতিকতার নিয়মেই স্বীকৃতি মিলে যাবে নাকি কাঠখড়ি পোড়াতে হবে সে প্রশ্নও রয়েছে। তবে একাডেমিক স্বীকৃতি নিয়ে যেন তেমন মাথা ব্যাথা নেই বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকদের। তারা এখন পদোন্নতি নিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা ভাবছেন শিক্ষার্বোড স্বীকৃতিতো দেবেই।

এদিকে অভিযোগ রয়েছে,বিজ্ঞান শাখায় যখন এ করুন হাল এবং সরকারের লাখ লাখ টাকা প্রতি মাসে গচ্চা যাচ্ছে,এর মধ্যেও থেমে নেই কলেজ কর্তৃপক্ষ। তারা ইতোমধ্যে এই শাখার জন্যে অনর্থক ২জন ল্যাব: সহকারি নিয়োগ দেয়া হয়েছে। আবার বিজ্ঞান শাখায় শিক্ষার্থী সংকটে অচলাবস্থার মধ্যেও কলেজটিতে জ্যেষ্ঠ প্রভাষক পদে পদোন্নতি পাওয়ার প্রতিযোগিতায় নেমেছে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা। বিজ্ঞান বিভাগের মানোন্নয়নে ও শিক্ষাার্থীদের প্রতি মনোযোগের পরিবর্তে পদোন্নতি নিয়ে ব্যস্ততার কারনে এলাকার অভিভাবকদেও মধ্যে চলছে নানা সমালোচনাও।

একাডেমিক স্বীকৃতির জন্য কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে বার বার ব্যর্থ হয়েও নতুন করে একাডেমিক স্বীকৃতি কিভাবে পাচ্ছে কলেজ গুলো যেমনটি ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর পৌর কলেজেও দেখা গেছে। তাহলে বিষয়টি গতানুগতিক ধারায় চলছে কিনা? এ প্রসঙ্গে যশোর শিক্ষাবোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ আহসান হাবিব এর সাথে মোবাইল ফোনে কথা হলে তিনি বলেন কোন ভাবেই গতানুগতিকতা নেই। আসলে অনেক সময় কলেজ শিক্ষকরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাদের নানা

সমস্যার কথা বলে এবং শর্ত পূরনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বীকৃতির মেয়াদ বাড়িয়ে নিচ্ছে। কিন্তু বার বার তো সে সুযোগ দেয়া যায় না। আমি দায়িত্ব গ্রহনের পর সব কিছুই যথাযথ সতর্কতার সাথেই চেস্টা করছি।

কলেজ শাখার পরিদর্শক একে রব্বানি বলেন, আসলে আমরা এর আগে বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকদের এবং একবার অন্তত ৫০জন অধ্যক্ষের আবেদন নিবেদনর প্রেক্ষিতে মানবিক দিক বিবেচনা করে একাডেমিক স্বীকৃতির মেয়াদ বাড়িয়েছি। তবে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তির শর্ত পুরনের প্রতিশ্রুতি নিয়ে। ২০২০ সালে অনেক কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি স্থগিত করা হয়েছে। তবে কলেজ একাডেমিক স্বীকৃতির চিঠিতে স্বয়ংক্রিয় ভাবে স্বীকৃতি বন্ধের কথা বলা হলেও তিনি বিষয়টি জ্ঞ্যত নয় বলে জানান। এরই মধ্যে কোটচাঁদপুর পৌর কলেজসহ কিছু কলেজকে কাম্য সংখ্যক শিক্ষার্থী ভর্তি করতে না পারার ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে।

মুজিবনগরে কলা চুরির মামলা বকুল ও তরিকুলের জেল

মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর মাঠের কলা চুরির মামলায় বকুল (১৯) ও তরিকুল ইসলাম (২২) কে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

এর আগে শিবপুর মাঠে জমিতে কলা চুরির সময় তাদের দুজনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করা হয়। এঘটনায় কলার মালিক বাদি হয়ে তাদের দুজনের নামে মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করেন।

বকুল মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের বজলুর রহমানের ছেলে ও তরিকুল ইসলাম সোনাপুর গ্রামের ইজারুল ইসলামের ছেলে।

মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেল এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামে কৃষক নফর গাইনের কলা

চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। শিবপুর টেংরামারি বাইপাস রোডের একটি জমি থেকে ৫ কাঁদি কলা চুরি করে পালানোর সময় তাদের আটক করে জমির মালিক।

রাজনৈতিক মূল্যায়নে নতুন মুখ, পুরাতনের কাল বিদ্রোহী

মেহেরপুর জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন পেয়েছেন অ্যাড. আব্দুস সালাম। তিনি জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির সাবেক সহসভাপতি।

দলীয় মনোনয়নে নতুন ২৭ জনের মধ্যে তিনি একজন। ছাত্র রাজনীতি থেকে দলীয় রাজনীতি সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণেই তাকে দল মূল্যায়ন করেছে বলে অভিমত জেলা শীর্ষ নেতাদের। অপরদিকে, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারমান ও সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি গোলাম রসুল গত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিদ্রোহী প্রার্থী হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। বিদ্রোহী হওয়ার কারণেই তার কপাল পুড়েছে বলে ধারণা জেলা নেতাদের।

দলের একাধিক নেতাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল বিদ্রোহী প্রার্থী হওয়ায় কাল হয়েছে। এছাড়া অ্যাড. আব্দুস সালাম র্দীর্ঘদিন ছাত্র রাজনীতি থেকে শুরু করে মূল রাজনীতির সাথে সক্রিয় হয় কাজ করছেন। তাছাড়া দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা অ্যাড. আব্দুস সালামকে সেই মূল্যায়নই করেছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক বলেন, গত জেলা পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী ছিলেন অ্যাড. মিয়াজান আলী। সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল দলের সিদ্ধান্তকে অমান্য করে বিদ্রোহী হিসেবে নির্বাচন করে চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন। দলীয় সিদ্ধান্তে এবারের জেলা পরিষদ নির্বাচনে কোথাও বিদ্রোহীদের মনোনয়ন দেয়নি। সে হিসেবেই ধারণা করছি তিনি মনোনয়ন পাননি।

এম এ খালেক বলেন, এছাড়া মেহেরপুর জেলা পরিষদে মনোনয়ন পাওয়া নতুন মুখ হিসেবে অ্যাড. আব্দুস সালাম দীর্ঘদিন রাজনীতির সাথে রয়েছেন। তিনি আসলে রাজনীতিতে নতুন নয়। বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সহসভাপতি ছিলেন আব্দুস সালাম। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ শাখার সভাপতি হিসেবে রাজনীতিতে তার অনেক অবদান রয়েছে। এছাড়া মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের বিগত কমিটিতে তিনি সদস্য পদে ছিলেন। আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে মাঠে ময়দানে সবসময় তিনি দলীয় রাজনীতি চর্চা করেছেন। দলে তার বিরুদ্ধে কখন কোন অভিযোগ উঠেনি। এসকল নানা কারণেই দলীয় প্রধান সভানেত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে মূল্যায়ন করেছেন। তিনি আরো বলেন, দলীয় মনোনয়ন যিনি পেয়েছেন দলীয় নেতাকর্মীরা তাঁর হয়েই কাজ করবেন।

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী বলেন, জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুলও আওয়ামী লীগের সক্রিয় নেতা। তিনি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু গত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বিদ্রোহী হওয়ায় দলীয় সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা হয়তো তাকে মনোনয়ন দেননি। আর অ্যাড. আব্দুস সালাম ছাত্র রাজনীতি থেকে বেড়ে ওঠা নেতা। কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগেরও সহসভাপতি ছিলেন। যার কারণে তার প্রতি সভানেত্রী তাকে মূল্যায়ন করে মনোনয়ন দিয়েছেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, মনোনয়ন প্রাপ্ত অ্যাড. আব্দুস সালাম, সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুলসহ ৯ জন মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন চেয়েছিলেন। দলীয় সভানেত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ৯জনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বিবেচনায় যাকে মনে করেছেন তাঁকে মনোনয়ন দিয়েছেন। আমরা তাঁর হয়েই নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নেব।

গাংনীতে ঋণ দেয়ার কথা বলে উধাও পল্লী উন্নয়ন সমিতি

মেহেরপুরের গাংনীর বামুন্দি এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ঋণ দেবার কথা

বলে জামানতের কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়েছে একটি প্রতারক চক্র।

পল্লী উন্নয়ন সমিতির ব্যানারে গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামে অফিস খুলে বসেন প্রতারক চক্রটি। আকর্শনীয় অফারে কয়েকদিনের ব্যাবধানে জামানতের টাকা নিয়ে রাতারাতি আত্মগোপন করেন তারা। সমিতির ব্যবস্থাপক ও সদস্যদের পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব না হলেও তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগিরা। গাংনী থানা পুলিশ বলছেন বিষয়টি খোজ খবর নেয়া হচ্ছে এবং প্রতারক চক্রটিকে গ্রেফতারের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে উপজেলা প্রশাসন বলছেন এসব সচেতনাতার অভাব। খোঁজ খবর না নিয়ে যার তার হাতে টাকা দেয়া মানুষের বোকামি ছাড়া কিছুই না। এখন আগের তুলনায় মানুষ অনেকটা সচেতন হয়েছে। তবুও মানুষ ঠকলে কিছুই করার থাকেনা।

গাংনীর আকুবপুর গ্রামের কাজলী খাতুন জানান, এ উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের বজলুর রহমানের বাড়ি ভাড়া নিয়ে অফিস খুলে বসেন আশিক নামের এক যুবক। নিজেকে পল্লী উন্নয়ন সমিতির শাখা ব্যবস্থাপক পরিচয় দিয়ে একটি সাইনবোর্ড সর্বস্ব অফিস খুলে বিভিন্ন গ্রামে সমিতি গঠন করা শুরু করে।

ইতোমধ্যে এক লক্ষ টাকা করে ঋণ দেবার প্রতিশ্রতি দিয়ে তার কাছ থেকে জামানত হিসেবে নেয়া হয় ১০ হাজার ৫০০ টাকা, একই হারে দিপুর স্ত্রী মাবিয়া খাতুন, সজিবের স্ত্রী সজনি খাতুন, কুরবান আলীর স্ত্রী স্বপ্না, লাল্টুর স্ত্রী পপি খাতুনের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা লোন দেয়ার কথা বলে পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা, রাশিদুলের স্ত্রী বেবেকা খাতুনের সাথে দেড় হাজার টাকাসহ বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা উত্তোলন করে। এক সপ্তাহ পর ঋণ দেবার কথা থাকলেও পরে অফিসে তালা ঝুলিয়ে আত্নগোন করে আশিক ও তার সহকর্মিরা।

পরে ভুক্তভোগীরা সমিতির লোকজনের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে ছাতিয়ান গ্রামে গিয়ে দেখেন অফিস তালাবদ্ধ। এবং আশিকের মোবাইল ফোনটিও বন্ধ । শুধু আকুবপুর গ্রামেই নয় উপজেলার মটমুড়া, বাওট, মহম্মদপুর গ্রামের অন্তত দেড়শতাধিক নারীদের সাথে টাকা উত্তোলন করে প্রতারকচক্রটি। ভুক্তভোগী স্বপ্না খাতুন জানান, সাপ্তাহিক দেড় হাজার টাকা সুদের ওপর সাড়ে দশ হাজার টাকা তুলে দেয়া হয়

আশিকের হাতে। এখন অফিস ও মোবাইল দুটোই বন্ধ। আমি এখন কি করে ধারের টাকা পরিশোধ করবো তা ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

এবিষয়ে কথিত শাখা ব্যবস্থাপক শাহিনের ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ০১৯১৭৫৬৯৭২৬ ও ০১৯১৬৭৬৫৮০২ এ কল করে বন্ধ পাওয়া গেছে। সমিতির কার্যালয় গুটিয়ে নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন প্রতারণার শিকার গ্রাহকগন। মেহেরপুর জেলা এজিও ফোরামের সভাপতি মুহাঃ মোশারফ হোসেন বলেন, গ্রামে গ্রামে যারা যাকা তুলে বেড়ায় ঋণ দেবার জন্য তাদের অব্যশই উপজেলা নির্বাহী অঅফিসার কিংবা এনজিও সংশ্লিষ্টদের সাথে খোজ খবর না নিয়ে কারো হাতে টাকা দিয়ে প্রতারিত না হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, এসংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। আত্নগোপনে থাকা সমিতির শাখা ব্যবস্থাপক শাহিনসহ সকলকে খুঁজে বেরকরে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, যারা সমিতি থেকে ঋণ নেন তারা সমাজের খুবই অসহায় দরিদ্র মানুষ। এমন অসহায় মানুষদের সাথে যারা প্রতারণা করেছে তাদের আইনের আওতায় আনা দরকার সেজন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সহায়তা। তাদেরকে চিনতে পারলে অবশ্যই পুলিশ কিংবা উপজেলা প্রশানকে খবর দেয়ার অনুরোধ করেন তিনি।

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়ার দূর্গে হানা

গা ঢাকা দিয়েছে এজেন্টরা, কৌশলে অন্যত্র থেকে চালানো হচ্ছে লেনদেন, সর্বস্ব হারাচ্ছেন জুয়া খেলোয়াড়রা

মেহেরপুর জেলা থেকে দুই শতাধিক এজেন্ট অনলাইন জুয়া সাইটের মাধ্যমে রাশিয়াসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করছেন প্রায় ৪০০ কোটি টাকা। আর এই অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত মেহেরপুরের সরকার দলীয়

কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা, মুজিবনগরের একজন প্রভাবশালী ইউপি চেয়ারম্যান, সরকার সমর্থিত ছাত্র সংগঠনের কয়েকজন শীর্ষ নেতা, প্রশাসনের দু একজন কর্মকর্তা, স্কুল ও কলেজের কয়েকজন শিক্ষক, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন শ্রেনীর প্রায় দুই শতাধিক ব্যক্তি।

কয়েকজন পুলিশ কর্মকর্তা, কিছু রাজনৈতিক নেতা এবং কয়েকজন সাংবাদিক নিয়মিত মাসোহারা নেন অনলাইন জুয়াড় সাথে জড়িত এজেন্টদের সাথে। তাদের মাসোহারা দিয়ে দেদারছে জুয়া খেলে কোটি বনে যাচ্ছেন এসব এজেন্টরা। আর পথে বসছেন হাজার হাজার তরুণসহ জুয়া খেলার জড়িত ব্যক্তিরা। মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানীতে এসব তথ্য পাওয়া গেছে। সামাজিক মর্যাদার কারণে ক্ষতিগ্রস্থদের নাম পরিচয় দেওয়া হলো না।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সঠিক নজরদারি না থাকায় অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে প্রতিদিনই কোটি টাকা পাচার হচ্ছে দেশের বাহিরে। এতে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষতির পাশাপাশি বিপথে যাচ্ছেন তরুণ ও যুবকরা। গত এক মাসে শুধুমাত্র একটি সিম (এজেন্ট) থেকে লেনদেন হয়েছে এক কোটি ৪৩ লাখ টাকা। সম্প্রতি জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামের বাদল হালদারের ছেলে নিমাই হালদার ও গোপালপুর দক্ষিণপাড়া এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েল (৩৬) ডিবি পুলিশের হাতে ধরা পড়লে তাদের কাছ থেকে এমন তথ্য জানতে পারে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল।

মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে অনলাইন জুয়া নিয়ে অনুসন্ধান এবং কয়েকটি গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টে অনলাইন জুয়া নিয়ে উঠে এসেছে নানা তথ্য। সম্প্রতি সাইবার ক্রাইম বিভাগ একটি মামলা করেছেন।

মামলার এজাহারে জানা গেছে, বদরুদ্দোজা ওরফে রয়েলকে জিজ্ঞাসাবাদে সাইবার ক্রাইমকে জানিয়েছে, মেহেরপুর জেলাসহ বাংলাদেশে অনলাইন জুয়ার (ওয়ানএক্সবেট) এর মাষ্টার এজেন্ট কোমরপুর গ্রামের কোমরপুর গ্রামের সোনা গাইনের ছেলে মাহফুজুর রহমান ওরফে নবাব। এছাড়া এই সাইটের নবাবের নেতৃত্বে রয়েছে অনলাইন জুয়ার সাথে রয়েছে আরো ১৫ জন সাব এজেন্ট। যাদের নামে মামলাও হয়েছে। তারা হলেন, গোপালপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে শিশির বিশ্বাস, বিল্লাল গড়াইয়ের ছেলে দিপু, কোমরপুর গ্রামের বিলু সর্দারের ছেলে শামীম, একই গ্রামের আনারুল মিয়ার ছেলে রুবেল, টঙ্গীর শরিফের ছেলে পলাশ,

মুজিবনগরের শিবপুরের মৃত শাহাজুলের ছেলে বিজয়, একই গ্রামের জিনারুলের ছেলে লিপু গাজী, মোনাখালী গ্রামের আজহারুলের ছেলে মিলন, সাইদুর রহমান খোকনের ছেলে সাগর, কোমরপুর গ্রামের বাশার বিশ্বাসের ছেলে সজীব, ভাটপাড়া গ্রামের মৃত সিরাজ মণ্ডলের ছেলে বাবু, মেহেরপুর শহরের স্টেডিয়াম পাড়ার বখতিয়ার মাস্টারের ছেলে রুবেল, গাংনীর গাড়াডোব গ্রামের মৃত কিয়াম উদ্দিনের ছেলে আনোয়ার।

মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশ ও সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সেল একের পর এক অনলাইন জুঁয়ার দূর্গে হানা দেওয়া শুরু করেছেন।

মুজিবনগর উপজেলার কোমরপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ইতোমধ্যে দুই জুয়াড়িকে আটক করে জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন। বাকিদের আটক অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এদিকে ডিবির অভিযানে ওই দুই জুয়াড়ি গ্রেফতারের পর বাকিরা এলাকা থেকে গাঁ ঢাকা দিয়েছে বলে জানান ডিবি পুলিশের একটি সুত্র।

গোয়েন্দা সংসস্থার মতে, মেহেরপুর জেলাতে কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছেনা অনলাইন জুয়ার। রাতারাতিই কোটিপতি বনে যাচ্ছেন অনেকে। জুয়াড়িরা বিভিন্ন অ্যাপস ও সাইট ব্যবহার করে অনলাইনে বিভিন্ন গেমিং বেটিং বা বাজি খেলার সাইটে জুয়ায় মেতে উঠেছে।

বিট কয়েন বা ডিজিটাল মুদ্রার (ক্রিপ্টোকারেনসি) মাধ্যমে অনলাইনে জুয়া খেলা হয়। অবৈধ পন্থায় ডিজিটাল মুদ্রা কেনাবেচার লেনদেনে দুই বছরে বছরে প্রায় ১০ থেকে ১২ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে বলে অনুমান করছে সরকারের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো।

রাশিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশে এই টাকা পাচার হয়েছে বলে জানান সংস্থ্যাগুলো।
রাশিয়া থেকে পরিচালিত এসব অনলাইন জুয়ার সাইট ও অ্যাপস তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে মেহেরপুর জেলা শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত। এসব জুয়ার সাইট ও অ্যাপস ভার্চুয়ালি জুয়া খেলায় একেকটি এজেন্টের মাধ্যমে মাসে ৩ থেকে ৪ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

এর মধ্যে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি), সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টেগেশন সেল অনলাইন জুয়া চক্রের দুই সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করেছে। ইতোমধ্যে জেলার অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত

জুয়াড়িদের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছেন। অনলাইন জুয়া বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতেও তারা কাজ শুরু করেছেন।

জানা গেছে, অনলাইনে জুয়া খেলা পরিচালনার জন্য (ওয়ানএক্সবিট, বেট ৩৬৫ ডটকম, প্লেবেট ৩৬৫ ডটকম, বিডিটি ১০ ডটকম, উইনস ৬৫ ডটকম ও বেটস্কোর২৪ ডটকমসহ ২৩০ টি সাইটের মাধ্যমে এই জুয়া খেলা পরিচালিত হচ্ছে।
সুত্রটি জানান, মেহেরপুর জেলার অনলাইন জুয়ার এই চক্রটির মাধ্যমে প্রতিমাসে ৩৮০ থেকে ৪০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার হচ্ছে। সে হিসেবে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকার বেশি অর্থ পাচার হচ্ছে। যেটি অবৈধভাবে হুন্ডির মাধ্যমে যাচ্ছে বিদেশে।

জেলা পুলিশের এক কর্মকর্তা জানান, রয়েল নামের ওই অনলাইন জুয়াড়িকে গ্রেফতারের পর দায়ের করা হয় মামলা। মামলাটি তদন্তের একপর্যায়ে এই চক্রের সদস্যদের অবস্থান সম্পর্কে জানা যায়। জিজ্ঞাসাবাদে বেরিয়ে আসে গুরুত্বপূর্ণ নানা তথ্য, তাদের ২৩০টি জুয়ার সাইটের মালিক ও তাদের এজেন্ট সম্পর্কে নানা তথ্য পাওয়া গেছে।

মেহেরপুরে জেলা শহরসহ মুজিবনগর এলাকার তরুণদের বড় অংশই এখন জুয়ার সাইট পরিচালনায় যুক্ত।
তিনি আরো জানান, একজন জুয়াড়ি মোবাইল নম্বর, ইমেইলের মাধ্যমে এই বেটিং সাইট ওপেন করেন। অ্যাকাউন্টের বিপরীতে একটি ই-ওয়ালেট তৈরি হয় যাকে জুয়াড়িরা ইউএসডিটি বলে। শুরুতে এর ব্যালান্স শূন্য থাকে। ওয়ালেটে ব্যালান্স যোগ করার জন্য অনেক মাধ্যম রয়েছে। এর মধ্যে বিকাশ, নগদ, রকেট, উপায় এবং ট্রাস্ট এজিয়াটা অন্যতম। এগুলোর যেকোনো একটি বেছে নিলে সেখানে একটি এজেন্ট নাম্বার দেখায় যেখানে ন্যূনতম ৫০০ টাকা দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে ই-ওয়ালেট বা ইউএসডিটি ব্যালান্স যুক্ত হয়ে যায়। এ টাকা অথবা ব্যালান্স দিয়ে তিনি পরবর্তীতে জুয়া খেলতে পারেন। প্রতিটি এজেন্ট আগে ৬শতাংশ কমিশন পেতেন। এখন চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাওয়ায় এজেন্ট ধরে রাখতে তারা ৯ শতাংশ কমিশন পায়।
মেহেরপুর জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, অনলাইন জুয়ার সাথে জড়িত দুই এজেন্টকে আটক করা হয়েছে। জড়িতদের আটকে অভিযান চলছে। অভিযানের পর থেকে এজেন্টরা গা ঢাকা দিয়েছেন।

এছাড়া মেহেরপুর প্রতিদিনের অনুসন্ধানেও উঠে এসেছে মেহেরপুর শহর, মুজিবনগরের কোমরপুর, গাংনী শহর, তেরাইল, সদরের সাহেবপুর, ইসলামপুরসহ বেশ কয়েকিট এলাকার দুই ডজন অনলাইন এজেন্টের তথ্য।

পরবর্তি পর্বে থাকবে সে অনুসন্ধানের বিস্তারিত।

মেহেরপুরের ঝফঝপিয়া খাল দখল করে মাটি ভরাট

মেহেরপুরের পাটকেলপোতা ও চাঁদপুরের বড়পুল এলাকায় মাটি ভরাট করে খাল দখল করে পানি প্রবাহ বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে জেলা প্রশাসক বরাবর অভিযোগ এলাকাবাসি।

ওই এলাকার শতাধিক কুষক, ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ এই খালটি উদ্ধারেরও দাবী জানিয়েছেন।

অভিযোগে স্বাক্ষর করেন সদর উপজেলার পাটকেলপোতা, সিংহাটি ও পাটাপুকাসহ কয়েকটি গ্রামের মানুষ এই অভিযোগে স্বাক্ষর করেন।

জানা গেছে, পাটাপুকা, হারদা, মরাবিল, খলিশাকুড়ি বিল, দ্বোবিল ও গাংনী উপজেলার কাজলাসহ ছোট খাটো কয়েকটি ১০ বিলের সংযোগ রয়েছে ঝপঝপিয়া খালের সাথে।এই সমস্ত বিলের সাথে পাটকেলপোতা, সিংহাটি, পাটাপুকা, বারাদী, বর্শিবাড়িয়া, কসবা, চান্দামারী, শিমুলতলা, রুইতনপুর, হাপানিয়া, দিঘলকান্দি ভাটপাড়াসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের এসব বিলের পানি ব্যবহার করে চাষাবাদ করেন। আর এসব বিলের পানি বের হয়ে যাওয়ার জন্য ঝপঝপিয়া খালটি ব্যবহার হয়ে থাকে।

সিংহাটি গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে রফিকুল ইসলাম (বর্তমানে চাঁদপুরে বসবাসরত) অবৈধভাবে বন্দোবস্ত নিয়ে মাটি ভরাট করে পানি প্রবাহ বন্ধ করে দিচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে এলাকার মানুষ রফিকুলের সাথে বিভিন্নভাবে বোঝানোর পরেও কোনো ভাবে কর্ণপাত করেননি। তাকে বিভিন্নভাবে নিষেধ করলেও স্থানীয়দের ভয়ভীতি দেখায়।

এদিকে অভিযুক্ত রফিকুল ইসলাম বলেন, আমি গোপাল মোল্লা ও মসলেম আলীর শরীকদের কাছ থেকে জমি কিনেছি। আমি টাকা দিয়ে খাল কিনিনি। তবে, এই খানে ভরাট করা হলে এলাকার ৮/১০ টি গ্রাম জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হবে বলেও জানান তিনি। তিনি বলেন এলাকার মানুষের কল্যাণের

কথা বিবেচনা করে আমার এবং আপর প্রতিপক্ষ আতিয়ার গংদের জমি ছাড় দিতে হবে। আগামীকাল মঙ্গলবার (১৩/০৯/২০২২) তারিখে প্রশাসনের লোকজন সরেজমিনে তদন্ত করে ব্যবস্থা নেবেন বলে জানান তিনি।

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু আগামী ৬ নভেম্বর থেকে

আসন্ন উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) পরীক্ষার সময়সূচি (রুটিন) প্রকাশিত হয়েছে।

সোমবার আন্তঃশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটির আহ্বায়ক ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মো. আবুল বাশার স্বাক্ষরিত এইচএসসি পরীক্ষার রুটিন প্রকাশ করা হয়।

রুটিন অনুযায়ী, আগামী ৬ নভেম্বর থেকে শুরু হবে ২০২২ সালের এইচএসসি পরীক্ষা। প্রথম দিন হবে বাংলা প্রথমপত্র। প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ও দুপুর ২টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত চলবে এ পরীক্ষা।

সূচি অনুযায়ী, তত্ত্বীয় পরীক্ষা শেষ হবে ১৩ ডিসেম্বর আর ১৫ ডিসেম্বর শুরু হবে ব্যবহারিক পরীক্ষা।

সূচিতে জানানো হয়েছে, এইচএসসি ও সমমানের সব পরীক্ষা দুই ঘণ্টার হবে। এরমধ্যে বহুনির্বাচনী ২০ মিনিট এবং সৃজনশীল পরীক্ষার জন্য ১ ঘণ্টা ৪০ মিনিট সময় পাবে শিক্ষার্থীরা।

সূচিতে আরও জানানো হয়েছে, বহুনির্বাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্নের মাঝে কোনো বিরতি থাকবে না। প্রথমে বহুনির্বাচনী এবং পরে সৃজনশীল বা রচনামূলক (তত্ত্বীয়) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা শুরুর অন্তত ৩০ মিনিট আগে পরীক্ষার্থীদের নিজ নিজ আসনে বসতে হবে।

রুটিনটি দেখুন –

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৬ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুরে পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলায় ৬ আসামি গ্রেফতার হয়েছে। এসময় গাঁজা ও একটি গাঁজার গাছ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে নিয়মিত মামলায় ৪ ও মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে ২ জন গ্রেফতার হয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম দুটি উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করেন।

রবিবার (১১ সেপ্টেম্বর) সকাল থেকে আজ সোমবার (১৩ সেপ্টেম্বর) ভোররাত পর্যন্ত এ অভিযান চালানো হয়। এসময় ৪ টি মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।

পুলিশের সংশ্লিষ্ট সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

আজ সোমবার (১২ সেপ্টেম্বর) দুপুরের দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে পূবালী ব্যাংকের ১০৪ তম উপশাখার উদ্ভোধন

কোটচাঁদপুরে পূবালী ব্যাংক, ১০৪ তম উপশাখার উদ্ভোধন করেছেন। সোমবার সকালে পৌর শহরের প্রাণ কেন্দ্রে এ শাখার উদ্ভোধন করা

হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও ঝিনাইদহের শাখা প্রধান কাজী শিহাবুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূবালী ব্যাংকের উপমহাব্যবস্থাপক ও খুলনা অঞ্চল প্রধান আরিফুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূবালী ব্যাংকের সহকারী মহাব্যবস্থাপক ও খুলনা শাখার প্রধান সালা্হউদ্দিন পিডিপির কোটচাঁদপুরের আবাসিক প্রকৌশলী মনোয়ার জাহিদ, কোটচাঁদপুর পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি কাজী আলমগীর হোসেন। বক্তব্য রাখেন পূর্বালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার মারুফ হোসেন, যশোর শাখার ব্যবস্থাপক শফিকুল ইসলাম, কোটচাঁদপুর উপশাখার ব্যবস্থাপক সাইদুর রহমান। বিশিষ্ট ব্যবসায়ি মোহাম্মদ আলী, সেলিম কায়সার,শিক্ষক আব্দুল আজিজ, প্রেসক্লাব সভাপতি নজরুল ইসলাম, ঠিকাদার ও ব্যবসায়ি সাইফুর রহমান,মেহেদি হাসান বুলবুল।